ভোরের কাগজ

NOV 14 2002

স্কুল কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষককে অপসারণ করেছে জামাতি সাংসদ

সাতক্ষীরা সাতানি-ভাদড়া উচ্চ বিদ্যালয়কে বিধি বহির্ভূতভাবে কলেজিয়েট দেখানোর অভিযোগ

সুভাষ চৌধুরী, সাতক্ষীরা থেকে : জেলার সাতানি-ভাদড়া উচ্চবিদ্যালয়কে বিধিবহির্ভূতভাবে কলেজিয়েট দেখিয়ে চলমান কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষককে অপসারণ করা হয়েছে। জামাত দলীয় সাংসদ কর্তৃক সভাপতির পদ গ্রহণ এবং অন্যান্য সদস্যকে সরিয়ে দেওয়ার নোটিশ করায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

কথিত অপসারিত প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে ঢুকতে পারছেন না। চলমান কমিটির সভাপতি ও অন্য সদস্যগণও একই পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন। এই অস্থিতিশীল অবস্থায় সেখানে সংঘাত-সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিদ্যালয়ের লেখাপড়াও বিঘ্নিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে।

প্রসঙ্গত, সাতক্ষীরা জেলা শহর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সাতানি ভাদড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। গত ৬০ বছরব্যাপী বিদ্যালয়টি শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছিল। বিদ্যালয় থেকে মাত্র ৪০০ গজ দূরে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা গড়ে তোলেন বাঁশদহা শহীদ স্মৃতি কলেজ। মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতি হিসেবে ১৯৯৪-এর এপ্রিলে যাত্রা শুরু করা এই কলেজটির প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডা. সহিদুর রহমান অগ্রগামী ভূমিকা রেখে আসছেন। বর্তমানে এটি ডিগ্রি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

এদিকে কলেজটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার লক্ষ্যে একটি স্বার্থান্বেষী মহল ১৯৯৫-এর এক সার্কুলারের ভিত্তিতে মাত্র ৪০০ গজ দূরের বিদ্যালয়টিকে ৮ কিলোমিটার দেখিয়ে সাতানি ভাদড়া বিদ্যালয়কে কলেজিয়েট স্কুল হিসেবে ঘোষণা দেয়। বিদ্যালয় প্রশাসনের আওতায় সেখানে ৮ জন প্রভাষক ও ৪ জন কর্মচারী নিয়োগ করে হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে কলেজিয়েটের সূচনা করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রভাব খাটিয়ে ভুয়া তথ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা এই কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৯৭ সালে মাত্র ২ জন ছাত্র এইচএসসি পরীক্ষা দেয়। নিকটস্থ শহীদ স্মৃতি কলেজের ক্ষতির আশঙ্কায় কলেজিয়েটের বিরুদ্ধে এলাকাবাসী সরকারের উচ্চ পর্যায়ে অভিযোগ তোলে। এ ব্যাপারে কয়েক দফা তদন্তের পর সরকার কলেজিয়েট স্কুলের একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল এবং শিক্ষকদের বেতনও বন্ধ করে দেয়। এর বিরুদ্ধে একটি মামলা হলেও তা খারিজ হয়ে যায়। হাইকোর্টের একটি রিটও স্থগিত হয়ে যায়। কলেজিয়েট স্কুল স্থগিত হয়ে যাওয়ায় সাতানি-ভাদড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও শহীদ স্মৃতি কলেজ স্বাভাবিকভাবেই পরিচালিত হতে থাকে।

এদিকে গত ১ অক্টোবরের সংসদীয় নির্বাচনের পর সেখানকার দৃশ্যপট পাল্টে যেতে শুরু করে। গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে আগেই কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়া সাতানি-ভাদড়া উচ্চবিদ্যালয়ের কলেজিয়েট সেকশনে নতুন করে ছাত্র ভর্তির অনুমোদন আদায় করা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষাবোর্ড থেকে। স্কুলটি নতুন করে দ্বৈত প্রশাসনিক জটিলতায় পড়ে যায়। এরই মধ্যে সরকার চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারি এক আদেশবলে বেসরকারি ইন্টারমিডিয়েট ও কলেজিয়েট স্কুলগুলোর সভাপতি হিসেবে সাংসদ, ডিসি, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, বিদ্যানুরাগী অথবা স্থানীয় সমাজসেবককে সভাপতি মনোনয়নের নির্দেশ দেয়। এই আদেশবলে স্থানীয় জামাত দলীয় সাংসদ মাওলানা আবদুল খালেক মণ্ডল কথিত সাতানি-ভাদড়া কলেজিয়েট স্কুলের সভাপতি হন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও যশোর বোর্ডের মাধ্যমে। বাস্তবে সাতানি-ভাদড়া উচ্চবিদ্যালয়ে ২০০১ সালে বিধিসম্মত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত ম্যানেজিং কমিটি চলমান এবং এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. শহিদুর রহমান। বোর্ডের বিধান অনুযায়ী আগামী ২০০৪ সাল পর্যন্ত এই কমিটিও কার্যকর থাকার কথা।

প্রাপ্ত লিখিত অভিযোগে প্রকাশ, এলাকার জামাতি সাংসদ রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের মাধ্যমে সভাপতি ডা. সহিদুর রহমানকে অপসারণ করিয়ে তদস্থলে নিজেই সভাপতি হন। গত বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি এ সংক্রান্ত একটি পত্রও প্রেরিত হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সাংসদ খালেক মণ্ডল ২০০২ সালের ২১ অক্টোবর প্রথম সভা করেন। তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল হোসেনকে তার পদ থেকে অপসারণ করা হয়।

এ সংক্রান্ত কমিটির এক নির্দেশে বলা হয়, কলেজিয়েট পর্যায়ে অধ্যক্ষ নিয়োগ না দিয়ে বিধিবহির্ভূতভাবে প্রধান শিক্ষক হিসেবে তাকে পূর্ববর্তী চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সহিদুর রহমান নিয়োগ দিয়েছেন। এজন্য এই নিয়োগ বাতিল করা হলো। আবুল হোসেন বিধিবহির্ভূত এই নির্দেশ অমান্য করে গত ২৬ অক্টোবর বিদ্যালয়ে ঢুকতে গিয়ে পুলিশ ও রাজনৈতিক মস্তানদের বাধার সম্মুখীন হয়ে ফিরে আসেন। তিনি জামাতি সাংসদের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে একটি মামলা করেছেন। একই সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক জমির উদ্দিনকে নিয়োগ করা হয়। নির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটির সহসভাপতি নজরুল ইসলাম, সদস্য ডা. আবদুল গফুর এবং ডা. শফিকুল ইসলামকে নোটিশ দিয়ে তাদের সদস্যপদ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে কমিটির নির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক ডা. সহিদুর রহমান, সহসভাপতি, প্রধান শিক্ষক এবং অন্য কয়েকজন সদস্য কোনোভাবেই বিদ্যালয়ে যেতে পারছেন না। এ নিয়ে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। যেকোনো সময় তা সংঘর্ষে রূপ নিতে পারে এমন আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে গত শুক্রবার বিদ্যালয়ের ভাইস চেয়ারম্যান, প্রধান শিক্ষক, সদস্যবর্গ এবং একজন ইউপি মেম্বার সাতক্ষীরা রিপোর্টার্স ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে জামাতি সাংসদের চেয়ার দখলের অভিযোগ সোচ্চারভাবে তুলে ধরেন। তারা বলেন, কলেজিয়েট পর্যায়ের সকল কার্যক্রম সরকারিভাবে স্থগিত হওয়ার পরও তিনি কেবলমাত্র মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত কলেজটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এই স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়েছেন। তারা আরো জানান, ২০০০ সালের ১০ এপ্রিল থেকে অদ্যাবধি অনুপস্থিত এবং এক পর্যায়ে বরখাস্ত হওয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক জয়নাল আবেদিনকে সাংসদ পুনর্বহালের সুপারিশ করে বিধি লংঘন করেছেন। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তিনি শহীদ স্মৃতি কলেজের শিক্ষকদের বেতনও বন্ধ করে দিয়েছেন। তারা জামাতি সাংসদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।